প্রথম আলো

তারিখ 24 JUL 2013 ....
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ... ৪...

উত্ত্যক্ত, শ্লীলতাহানি করেই চলেছেন

এক বছরে স্কুল ছেড়েছে একাধিক ছাত্রী

গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি ●

বরিশালের উজিরপুর উপজেলার বরাকোঠা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের স্থানীয় এক নেতার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজন স্কুলছাত্রীকে উত্ত্যক্ত, যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গত এক বছরে ৩০ জন ছাত্রী বিদ্যালয় ছেড়েছে। কিন্তু মান-সম্মান ও লোকলজ্জার ভয়ে এবং প্রভাবশালী হওয়ায় ওই নেতার বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী ছাত্রীরা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেননি।

তবে গত ১৮ মে বরাকোঠা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই নেতার বিরুদ্ধে বরিশাল জেলা প্রশাসক ও উজিরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করে। এ ছাড়া ২৭ মে ওই নেতার বিরুদ্ধে এক ছাত্রীর বাবা শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে উজিরপুর থানায় মামলা করেন। কিন্তু মামলা করার এক মাস পেরিয়ে গেলেও পুলিশ ওই নেতাকে গ্রেপ্তার করেনি। ওই নেতার নাম মো. মামুন হাওলাদার (২৮)। তিনি বরাকোঠা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি ওই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. শাহ আলম হাওলাদারের ছেলে।

মামলার বাদী অভিযোগ করেছেন, প্রভাবশালী হওয়ায় পুলিশ আসামি মামুন ও তাঁর সহযোগীকে গ্রেপ্তার না করে তদন্তের নামে সময়ক্ষেপণ করছে।

মামলায় বাদী উল্লেখ করেন, তাঁর মেয়ে বরাকোঠা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী (১২)। স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে মামুন ও তাঁর সহযোগী সুজন তাকে প্রায়ই কুপ্রস্তাব দিয়ে উত্ত্যক্ত করতেন। ১৫ মে স্কুলে যাওয়ার পথে চৌমুহনী রাস্তার কাছে তাঁরা তাঁর মেয়ের শ্লীলতাহানি করেন। বখাটে মামুন এর আগে বরাকোঠা স্কুলের আরও কয়েকজন ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেন বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করেছেন বাদী।

সরেজমিনে বরাকোঠা গ্রামের আবদুর রহিম বেপারি, মো. সেলিম ফকিরসহ আরও কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ডিসেম্বরে মামুন হাওলাদার স্কুলে যাওয়ার পথে ওই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করেন। তিনি এর আগে আরও কয়েকজনকে একইভাবে ধর্ষণ করেন। কিন্তু মামুন প্রভাবশালী হওয়ায় এবং লোকলজ্জার ভয়ে ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা বিষয়টি গোপন রাখেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বরাকোঠা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করেন, গত এক বছরে কমপক্ষে ৩০ জন ছাত্রী বখাটে মামুনের ভয়ে স্কুল ছেড়েছে।

এদিকে ১৮ মে বরিশাল জেলা প্রশাসক ও উজিরপুর থানায় দাখিল করা বরাকোঠা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতিসহ ১১ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগে বলা হয়, ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতা মো. শাহ আলম হাওলাদারের সন্ত্রাসী ও বখাটে ছেলে মামুন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে উত্ত্যক্ত ও শ্লীলতাহানি করে চলছেন। প্রভাবশালী হওয়ায় ছাত্রীদের পরিবারের সদস্যরা প্রশাসনের কাছে যেতে সাহস পান না। বখাটে মামুন এ পর্যন্ত বহু মেয়েকে উত্ত্যক্ত, শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ করেছেন।

এ ব্যাপারে মামুন হাওলাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে এগুলো মহল বিশেষের মিথ্যাচার।' মো. শাহ আলম হাওলাদার বলেন, 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এসব অভিযোগের আদৌ সত্যতা নেই।'

তবে বরাকোঠা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. ফিরোজ হোসেন বলেন, 'আমি নই, এলাকার প্রতিটি মানুষ এ অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করবেন।' উজিরপুর থানায় দায়ের করা মামলার বাদী অভিযোগ করেন, তদন্তের নামে কালক্ষেপণ করে পুলিশ আসামিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। অভিযোগ অস্বীকার করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ওই থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শহিদুল ইসলাম বলেন, মামলার তদন্ত চলছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থেই সময় ব্যয় করা হচ্ছে।